বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৫ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৪

ইউনিয়ন পরিষদের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ও নারী প্রতিনিধি

মুহম্মদ মনিরুল হক*

১। ভূমিকা

ফরাসি শব্দ Boudgette থেকে বাজেট শব্দের উৎপত্তি। জাতীয় বাজেট দেশের সরকার প্রণীত একটি বার্ষিক দলিল যাতে রাষ্ট্রের সাংবাৎসরিক আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। "৫ জুন, ২০১৫ সালে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী অর্থাৎ নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সবক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গত মেয়াদের ধারাবাহিকতায় আমরা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধসংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ করবো। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবো, অব্যাহত রাখবো নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের কার্যক্রম" (হক ২০১৭)। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বাজেটের মধ্যে নারীর জন্যে বরাদ্দ এবং সার্বিক বাজেটে নারী সুযোগগুলো কতটুকু পাচ্ছে তা সাম্প্রতিককালে সরকার ও সরকারের বাইরে জোরেসোরেই আলোচিত হচ্ছে। "বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। গ্রামের মানুষ আরও অধিক সংখ্যক দরিদ্র। তাদের দারিদ্র্যের গভীরতা ও স্থায়িত্বও অধিক। তবে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক ও অধিক মাত্রায় দরিদ্র (extreme poor) গ্রামীণ নারীসমাজ। এদেশের গ্রামীণ নারীসমাজকে বুঝতে হলে দারিদ্র্যের জেন্ডার দিক (gender dimension) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এর উপর ভিত্তি করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসমতা এবং বৈষম্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বাস্তবে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে নারীর অধস্তনতা এবং পুরুষ কর্তৃক শাসন-শোষণ অর্থনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়। অন্য কথায়, অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষ কর্তৃক শোষণ ও বঞ্চনা নারীর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অধস্তনতার সৃষ্টি করে; অথবা সবগুলো উপাদানই পরস্পর নির্ভরশীল যা বাস্তবে নারীর দারিদ্র্যের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও স্থিতির কারণ (মান্নান ২০১১)।" বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (National Strategy for Accelerated Proverty Reduction NSAPR II) তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। বস্তুত এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

(১) ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা।

* সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), প্রেষণে সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

(২) ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা।

১.১। গবেষণার যৌক্তিকতা

উন্নয়নের দর্শনে আজ এ কথা সুস্পষ্ট যে, উন্নয়ন নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, এর প্রকৃত অর্থ মানব উন্নয়ন যা নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অর্থাৎ জেন্ডার প্রেক্ষিতকে ধারণ করে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারায় 'নারীর উন্নয়ন' বা 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ' এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। উন্নত বিশ্বে যখন পরিকল্পনা স্তরটি অতিক্রমণের পর 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ' দ্বারা নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তখনও এই দুই স্তরের ধারাবাহিক অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন। এমনকি 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের' যে বিশ্বস্বীকৃত approach রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ উন্নয়নশীল বিশ্বে ঘটছে না (খানম ২০০২)। বিশ্ব বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা বিষয়ক একটি নিবিড় গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে।

অতীতে তেমনভাবে না হলেও বর্তমান বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর জন্যে বিশেষ সুবিধা রাখা হয়। নারীর জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের জন্যে প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ দেখাতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট শব্দটি পরিচিতি হয়ে উঠছে। মূলত পিছিয়ে থাকা নারীকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়। জাতীয় বাজেটে নারীর জন্যে যেসব বরাদ্দ রাখা হচ্ছে তার কতটুকু নারী পাচ্ছেন কিংবা আরও কতটুকু প্রয়োজন তার জন্যে যথাযথ গবেষণা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা নারী উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছেন তার যথাযথ মূল্যায়নের জন্যে বর্তমান গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়। তাছাড়া নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মার্চ ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ঘোষণা করে। বর্তমান গবেষণা নারী উন্নয়নের জন্যে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন

কার্যক্রম এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সর্বোপরি বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ণের জন্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্ণয়ে উক্ত গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া নারী উন্নয়নের জন্যে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি মূল্যায়ন করা এবং সামাজিক নারী উন্নয়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যেও বর্তমান গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

১.২। ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধি

বাংলাদেশের স্থানীয় রাজনীতির অঙ্গন নারীসমাজের নিকট খুব পরিচিত, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানেও নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যমে নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এ পরিষদে তাদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নেই (মান্নান ও খানম ২০০৬)। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার আইনের ৫ ধারায় প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন নারী সদস্য এবং একই ধারার ৩ উপধারায় নারী সদস্যের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত করার বিধান করা হয়। প্রতি ইউনিয়নে দুজন নারী সদস্যের মনোনয়ন প্রথা পরিবর্তিত হয়ে ১৯৯৭ সালে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ইউনিয়ন প্রতি ৩ (তিন) এ উন্নীত করা হয় ও আসনসমূহে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয় (কবীর ও অন্যান্য ২০০৭)।এই সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবর্তন আসে গ্রামসমাজের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতেও। যে পরিবারের নারী কখনো ভোট দিতে অনুমতি পেতেন না, সে পরিবারের নারীরাও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং সশরীরে ভোটারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। ভোটাররা তাদের গ্রহণও করে নেন (হক ২০১৫)। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৮০ শতাংশ) নারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৩২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২২ জন, সাধারণ আসনে ৬১৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৯ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য আসনে ৩৯,৪১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১২,৬৮৪ জন নারী নির্বাচিত হন। ২০১১ সালে ১৮ জন নারী ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন (হোসাইন ২০১৩)। বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৪৫টি (এনআইএলজি ২০১২)। প্রতিটি ইউনিয়নে সংরক্ষিত নারী আসন ৩টি। ইউনিয়ন পরিষদে এ ব্যবস্থার পর ইতোমধ্যে তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। এতে ব্যাপক সংখ্যক নারী নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করেও স্থানীয় নেতৃত্বে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। "২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৫ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নারীদের জয়ের এই সংখ্যা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়েও বেশি" (দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৪, ২০১৬)।

১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি ওয়ার্ডের স্থলে ৯টি ওয়ার্ড গঠন, একটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য ও তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় (বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭)। এই নিয়মে বাংলাদেশে ১৯৯৭, ২০০৩, ২০১১ ও ২০১৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে প্রতিটি ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত মহিলা সদস্য এবং উন্মুক্ত আসনের নির্বাচিত মহিলা সদস্যকে আলোচ্য গবেষণায় 'নারী প্রতিনিধি' বলা হয়েছে।

বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনে মোট ১০৮টি ধারা, ১৭টি অধ্যায় ও ৫টি তফসিল রয়েছে। স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন ওয়ার্ড সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে একজন সচিব, একজন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর থাকবে, যারা সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত হবে। এ আইনে প্রথমবারের মতো ওয়ার্ড পর্যায়ে বছরে ২টি ওয়ার্ড সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে। উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভায় জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও আলোচনা করার নির্দেশ রয়েছে। এ ছাড়া নাগরিক সনদ প্রকাশ, উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (হক ২০১৫)। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমগুলো পূর্বের মতো বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক পৃথকভাবে না রেখে এ আইনের দ্বিতীয় তফসিলে ৩৯টি কাজের উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ এর ৪৫ ধারা অনুসারে পরিষদের কার্যাবলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এই আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি বিষয়ে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। সেগুলো হলো: (১) অর্থ ও সংস্থাপন; (২) হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ; (৩) কর নিরূপণ ও আদায়; (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; (৫) কৃষি, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ; (৬) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি; (৭) আইনশৃংখলা রক্ষা; (৮) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন; (৯) স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন; (১০) সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; (১১) পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ; (১২) পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ; এবং (১৩) সংস্কৃতি ও খেলাধুলা। এই আইন অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন হতে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন। স্থায়ী কমিটি ৫ হতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট হবে এবং কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসেবে কোঅপ্ট করতে পারবে, তবে কোঅপ্ট সদস্যের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটির সভাপতি থাকবেন। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ইউনিয়ন পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচনায় গৃহীত হবে (নাজিম উদ্দিন ২০১২)।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ এ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে কার্যবিধি বা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাতে পুরুষ ও মহিলা সদস্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অর্থাৎ মহিলা সদস্যরা পুরুষ সদস্যের মতোই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ এর ৩(২) এবং ৫(৫) ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা গঠন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য ওয়ার্ড সভার উপদেষ্টা হবেন। ৪৭(৩) এ বলা হয়েছে, সরকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের (টি আর, কাবিখা, থোক বরাদ্দ ও অন্যান্য) ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেও এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সংরক্ষিত আসনের সদস্যকে অর্পণ করতে হবে (নাজিম উদ্দিন ২০১২)।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট নয়। নারী সদস্য পরিষদের সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত নন। তাঁরা পরিষদের কাজ বলতে সভা, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড বিতরণ আর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকে বুঝে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নারী সদস্যের উপর ১২টি বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, হাঁস-মুরগি পালন, হস্ত ও কুটির শিল্প, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে (হক ও মহিউদ্দিন ২০০০)।

ইউনিয়ন পরিষদের উপর্যুক্ত কার্যাবলি ছাড়াও বিভিন্ন সময় দাতা সংস্থার সাহায্য-অনুদানে নারী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

২। তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পদ্ধতি

২.১। গবেষণা এলাকা

বর্তমান গবেষণাকর্ম কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার সবগুলো (৭টি) ইউনিয়ন নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। ভৈরব উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে ২০১১ সালে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি ছিল ২১ জন। উক্ত ইউনিয়নগুলোতে সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধি ছাড়া সাধারণ আসনে নির্বাচিত কোনো নারী সদস্য নেই। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর মধ্যে ঢাকা বিভাগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ জেলার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপজেলার নাম ভৈরব। বাংলাদেশের অন্যসব ইউনিয়নের মতো প্রতিনিধিত্বশীল ইউনিয়ন হিসেবে একটি উপজেলার সবগুলো ইউনিয়ন নিয়ে বর্তমান গবেষণাকর্ম পরিচালনার লক্ষ্যে ভৈরব উপজেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে।

২.২। গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় মূলত প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো, গবেষণা পদ্ধতির বিন্যাস এবং প্রাথমিক তথ্যের বিশ্লেষণের প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎসের (Secondary Source) তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য "প্রশ্নপত্র জরিপ পদ্ধতি" অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৩। সমগ্রক ও নমুনায়ন

গবেষণাধীন ভৈরব উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে মোট গ্রামের সংখ্যা ৮৪টি। ৮৪টি গ্রামে বসবাসরত প্রত্যেক নারী বর্তমান গবেষণার সমগ্রক একক (population unit)। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির (purposive sampling) আলোকে উপজেলার সকল গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করে এমন গ্রাম হিসেবে প্রতি ইউনিয়ন থেকে ১টি করে ৭টি ইউনিয়ন থেকে মোট ৭টি গ্রামকে প্রতিনিধিত্বমূলক (typical) গ্রাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সরল নির্বিচারি নমুনায়ন (simple random sampling) পদ্ধতির মাধ্যমে মোট ৩৯২ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে গবেষণার নমুনা (sample)

হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ভৈরব উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের প্রতি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত ৩ জন করে (৭×৩) মোট ২১ জন সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি এবং ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ভৈরব উপজেলার নির্বাচিত নারী ভাইস-চেয়ারম্যানকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উভয় ধরনের উত্তরদাতার জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্র তৈরি করে জরিপ কার্য চালানো হয়েছে। গবেষণার যথাযথ পরিপক্কতার জন্য গবেষিত এলাকার পুরুষ প্রতিনিধি অর্থাৎ ২০০৯ সালে নির্বাচনে ৭টি ইউনিয়ন পরিষদের ৭ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং ২১ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর/মেম্বারের সাথে নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে। সারণি-১ ও সারণি-২ এ গবেষণার সমগ্রক ও নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ১: গবেষণার সমগ্রক, শুমারি ও ভৈরব উপজেলার ইউনিয়নভিত্তিক নারী প্রতিনিধি

ইউনিয়নের নাম	মোট নারী প্রতিনিধি (সমগ্রক)	মোট শুমারি
আগানগর	৩	৩
কালিকাপ্রসাদ	৩	৩
গজারিয়া	৩	৩
শিবপুর	৩	৩
শিমুলকান্দি	৩	৩
শ্রীনগর	৩	৩
সাদেকপুর	৩	৩
মোট	২১	২১

উৎস: গবেষিত এলাকা থেকে সংগৃহীত, ২০১২।

সারণি ২: গবেষণার সমগ্রক, নমুনা, ভৈরব উপজেলার ইউনিয়নভিত্তিক গ্রাম, প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ নারী ও অন্যান্য তথ্য

ইউনিয়নের নাম	মোট গ্রাম	মোট নারী (প্রাপ্তবয়স্ক) (সমগ্রক)	নির্বাচিত গ্রাম	নির্বাচিত গ্রামের মোট নারী (প্রাপ্তবয়স্ক)	নমুনা (আনুপাতিক হারে)
আগানগর	২০	৮,৩০৬	গকুলনগর	৩৩৬	৪৬
কালিকাপ্রসাদ	১৫	৮,৮৪৭	খাস হাওলা	৩৭০	৫০
গজারিয়া	১৫	৭,৭৯২	চান্দের চর	৪৫৮	৬৩
শিবপুর	০৯	৬,৭৯৭	পানাউল্লারচর	২২৮	৩২
শিমুলকান্দি	১২	৮,৩৭৩	শিমুলকান্দি	৬০৭	৮৪
শ্রীনগর	০৯	৫,৭৫১	বধুনগর	৫১৩	৭১
সাদেকপুর	০৪	৪,৩৭১	মেন্দিপুর	৩২৯	৪৬
মোট	৮৪টি	৫০,২৩৭ জন	মোট	২,৮৪১ জন	৩৯২ জন

উৎস: গবেষিত এলাকা থেকে সংগৃহীত, ২০১২।

২.৪। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বলিত আলাদা আলাদা দুই সেট প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের (Questionnaire) মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা (Interview) করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র কাঠামোগত (Structured) প্রকৃতির এবং প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর নির্দিষ্ট উত্তরের মধ্যে আবদ্ধ (closed ended)।

৩। গবেষণা ফলাফল

৩.১। ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ও নারী প্রতিনিধি

জেন্ডার বাজেট ধারণাটি খুব ব্যাপক। Commonwealth Secretariat এর নারী বিষয়ক মন্ত্রিগণ ১৯৯৬ সালে ত্রিনিদাদে অনুষ্ঠিত সভায় জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট প্রণয়নের একটি পদ্ধতিগত কাঠামো (methodological framework) তৈরি করেন। পরবর্তীতে এই কাঠামোকে ভিত্তি করে Commonwealth Secretariat এর Gender and Youth Affairs Division জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট প্রণয়নের জন্য Policy Options for Integrating Gender into National Budgetary Policies and Procedures তৈরি করে যাতে কিছু শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয় (পাল মজুমদার ২০০৮)। শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (১) সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা আনার জন্য একটি দেশের সরকারের অঙ্গীকার থাকতে হবে; (২) জেন্ডার উন্নয়নের জন্য যে জাতীয় নীতি এবং উদ্দেশ্য আছে তা অনুসরণ করে জাতীয় বাজেটে করনীতি এবং উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে; (৩) যেসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে, সেসব ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমপর্যায়ে তুলে আনার জন্য দেশের সরকারকে নারীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়ে বা positive discrimination করে করনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে; (৪) দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, সৃজনশীলতা, সম্ভাবনা, ঘাটতি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে; (৫) নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে স্ফূরিত করা এবং তাদের স্ব স্ব সৃজনশীলতাকে সহায়তার জন্য জাতীয় বাজেটে সঠিক পদক্ষেপ ও বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে (পাল মজুমদার ২০০৮)। মূলত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট হলো উভয় জেন্ডারভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমভাবে উন্নয়নের বাজেট। এই ধরনের বাজেট প্রণয়ন কেবল নারীর স্বার্থে জরুরি নয়, পুরুষের স্বার্থেও জরুরি, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জরুরি। ১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলিয়াতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিশ্লেষণ প্রথম শুরু হয় এবং ১৯৯১ সালে এই দেশটিতে প্রথম জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়। তারপর এই উদ্যোগ শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকাতে। ২০০১ সালের প্রথম দিকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিষয়টি বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠী ও গবেষকদের কাছে গুরুত্ব পায় (পাল মজুমদার ২০০৮)। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর ঘোষণাপত্রে নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথ বাস্তবায়ন করা এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (Gender Responsive Budgeting-GRB) অনুসরণ অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয় (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১১)। এ কারণে রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করতে নারী প্রতিনিধি কোনো ভূমিকা রাখে কিনা তা যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়, যা চিত্র-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ১: রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে ভূমিকা সম্পর্কে নারী প্রতিনিধির মতামত

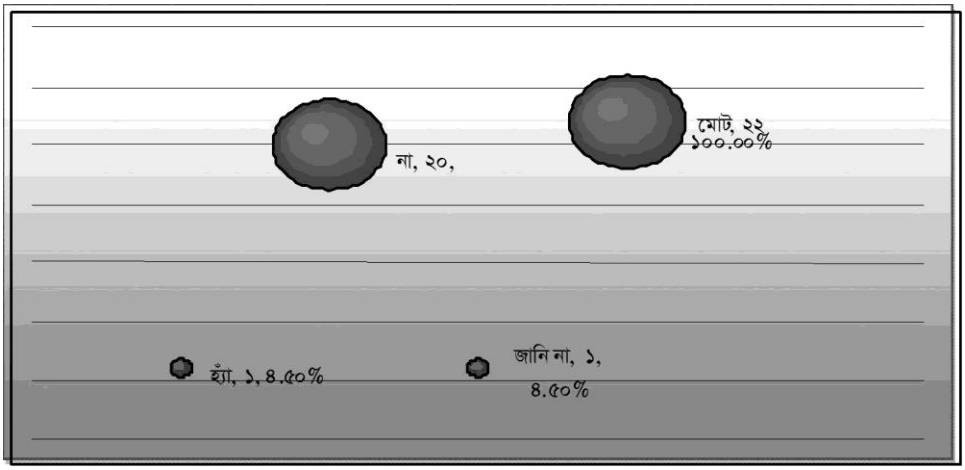

উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৩।

চিত্র ১-এ দেখা যায়, বেশিরভাগ নারী প্রতিনিধিই মতামত দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করতে তাঁরা কোনো ভূমিকা রাখেন না। মাঠকর্মের মাধ্যমে জানা যায়, উক্ত নারী প্রতিনিধিদের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করতে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে গবেষিত এলাকার নমুনা নারীদের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়, যা চিত্র ২-এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ২: রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে গবেষিত এলাকার সাধারণ নারীদের মতামত

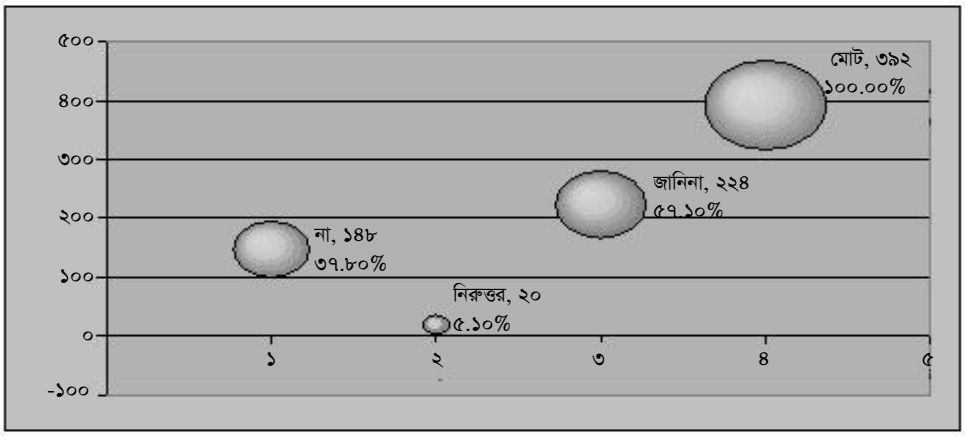

উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৩।

চিত্র ২-এ দেখা যায়, গবেষিত এলাকার অধিকাংশ সাধারণ নারীই মতামত দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। চিত্র ১ এবং চিত্র ২ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধি বাস্তবে কোনো ভূমিকা রাখেন না।

৩.২। রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা রাখার উপায়

রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে ভূমিকা রাখে এমন ১ জন নারী প্রতিনিধি মতামত দিয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে তাঁর সাথে কথা বলে জানা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সভায় তিনি এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধি কোনো ভূমিকা রাখেন বলে গবেষিত এলাকার কোনো সাধারণ নারী মতামত দেননি। তবে এ বিষয়ে জানি না মতামত দিয়েছেন গবেষিত এলাকার ২২৪ জন (৫৭.১০ শতাংশ) সাধারণ নারী। মাঠ পর্যায়ে তাদের সাথে কথা বললে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় সেগুলো হলো: (১) জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই; (২) ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই; এবং (৩) এ বিষয়ে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। যে ১ জন (৪.৫০ শতাংশ) নারী প্রতিনিধি জানি না মতামত দিয়েছেন মাঠ পর্যায়ে তাঁর সাথে কথা বলে জানা যায়, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই।

৩.৩। রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ণে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা না রাখার কারণ

গবেষিত এলাকার ১৪৮ জন সাধারণ নারী মতামত দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধি কোনো ভূমিকা রাখেন না। নারী প্রতিনিধির ভূমিকা না রাখার কারণ সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও মতামত সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩: রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা না রাখার কারণ সম্পর্কে গবেষিত এলাকার সাধারণ নারীদের মতামত

সাধারণ নারীদের মতামত				মোট
**নারী প্রতিনিধির সীমাবদ্ধতা	পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব	কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব	অন্যান্য	
৮১ (৫৪.৭৩)	১৬ (১০.৮১)	৪৬ (৩১.০৮)	৫ (৩.৩৮)	১৪৮ (১০০)

উৎস: মাঠ জরিপ, ২০১৩।

*বন্ধনীর মধ্যে সারি শতকরা হার।

**নারী প্রতিনিধির যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অভাব।

সারণি ২ থেকে দেখা যায়, যে সকল সাধারণ নারী রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধি কোনো ভূমিকা রাখেন না মতামত দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই, নারী প্রতিনিধির সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। সারণি ৩ এ দেখা যায়, ১৪৮ জন উত্তরদাতা সাধারণ নারীর মধ্যে ৮১ জন (৫৪.৭৩ শতাংশ) নারী প্রতিনিধির সীমাবদ্ধতা, ৪৬ জন (১০.৮১ শতাংশ) কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব ও ১৬ জন পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব এর কথা বলেছেন। রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে গবেষিত এলাকার ৫ জন (৩.৩৮ শতাংশ) সাধারণ নারী অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন। মাঠ পর্যায়ে কথা বলে জানা যায়, অন্যান্য কারণ হিসেবে তারা নারী প্রতিনিধির যথাযথ আন্তরিকতা ও ইচ্ছার ঘাটতিকে বুঝিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখেন না মতামত দিয়েছেন ২০ জন নারী প্রতিনিধি। তাঁরা কেন ভূমিকা রাখেন না এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয় যা, চিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৩: রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে ভূমিকা না রাখার কারণ সম্পর্কে নারী প্রতিনিধির মতামত

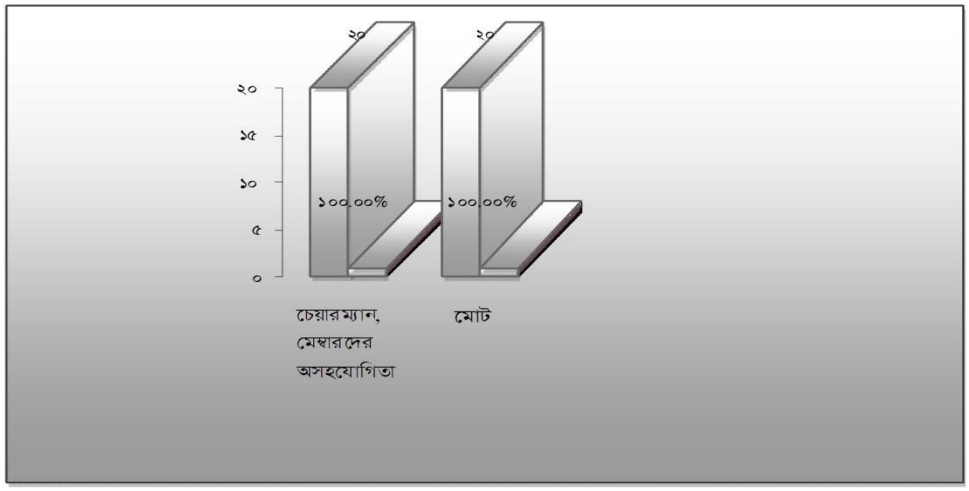

উৎস: *মাঠ জরিপ*, ২০১৩।

চিত্র ৩-এ দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখেন না যে সকল নারী প্রতিনিধি তাঁদের সকলেই বলেছেন চেয়ারম্যান, মেম্বারদের অসহযোগিতার কারণে ভূমিকা রাখতে পারেন না। অর্থাৎ নারী প্রতিনিধিরা মনে করেন, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের এ বিষয়ে কোনো আন্তরিকতা নেই এবং নারী প্রতিনিধির কোনো মতামতও গ্রহণ করা হয় না। অতএব, সারণি-১ এবং চিত্র-৩ এ উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের অসহযোগিতা এবং নারী প্রতিনিধির সীমাবদ্ধতার কারণে রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী

প্রতিনিধিরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। এ বিষয়ে গবেষিত এলাকার পুরুষ প্রতিনিধির সাথে কথা বললে অধিকাংশই জানান যে, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। পুরুষ চেয়ারম্যানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রণয়নে বিভিন্ন বরাদ্দের উপর নির্ভর করতে হয়। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করার মতো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ তাঁদের নেই। এ বিষয়ে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা সম্পর্কে পুরুষ প্রতিনিধিরা বলেন, অধিকাংশ নারী প্রতিনিধিরই বাজেট সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা রাখার মতো যথাযথ যোগ্যতা নেই। বাজেট সভায় তাঁরা নিজেদের প্রস্তাবই সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না।

৪। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

গবেষিত এলাকার পুরুষ প্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানা যায়, পারিবারিক ও শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন নারীরা নারী প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হননি কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে যোগ্যতার অভাবের কারণে তাঁরা অনেক কিছুই করতে পারছেন না। এমনকি অনেক নারী প্রতিনিধি আছেন যাঁরা পুরুষ প্রতিনিধির সহযোগিতা ছাড়া কোনো কাজই ঠিকমত করতে পারেন না। মাঠকর্মের মাধ্যমে জানা গেছে, একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র হলেও গবেষিত এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যে নারীদের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা নেই। হোটেল-রেস্টুরেন্টের রান্নাবান্না সংক্রান্ত কাজে অল্প সংখ্যক নারী শ্রমিক পাওয়া যায়। চা-পিঠা বিক্রির কয়েকটি দোকানও নারী দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু গবেষিত এলাকার আদি ব্যবসা বা বড় ব্যবসায় নারীর অংশগ্রহণ নেই, নারীর নেই কোনো অর্থনৈতিক স্বত্ত্বাধিকারী। গবেষিত এলাকার পুঁজি বা মূলধন সবকিছুরই মালিক পুরুষ। অর্থনীতিও পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিকূলতা হিসেবে কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়াও গবেষিত এলাকার আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নারীদের ক্ষমতা চর্চার ইতিহাস বিরল। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস বলা হলেও দেখা গেছে যে, নারী প্রতিনিধিরা কার্যত ক্ষমতা চর্চা করতে পারছেন না। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবল প্রতাপের উপর নির্বাচিত নারীসমাজ তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে বলে বর্তমান গবেষণায় প্রতীয়মান হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধির কাজের কোনো নীতিমালা নেই। নারী প্রতিনিধির দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্ট না থাকায় তাঁদেরকে দায়িত্ব পালনে পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা প্রভাবশালী সদস্যের (পুরুষ) উপর নির্ভর করতে হয়। গবেষণাকর্মে জানা গেছে, গবেষিত এলাকার সাধারণ নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিকে "চেয়ারম্যান আপা" বলে ডাকেন। তাদের ধারণা এটি নারী চেয়ারম্যান। কেননা, ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ৩টি ওয়ার্ড নিয়ে। তাঁর নির্বাচনী এলাকা ও ভোটার ১ জন মেম্বারের ৩ গুণ। এ কারণে তাঁদেরকে "চেয়ারম্যান আপা" বলা হয়। কিন্তু নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে বাস্তবে ১ জন ওয়ার্ড সদস্যের চেয়ে তাঁদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি কম। অথচ ইউনিয়ন পরিষদের বেশিরভাগ কাজের পরিকল্পনা হয় ওয়ার্ডভিত্তিক এবং গবেষিত এলাকার সবগুলো ওয়ার্ডে নির্বাচিত সদস্য পুরুষ। পুরুষ প্রতিনিধিরা মনে করেন, নারী প্রতিনিধির কাজ করার যোগ্যতা কম, নারী প্রতিনিধির এখতিয়ারও কম। গবেষিত এলাকার নারী প্রতিনিধিদের অযোগ্যতাকে প্রকাশ

করার জন্য গবেষিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মন্তব্য করেন, "পূর্বের মনোনয়ন ব্যবস্থায় যে সকল নারী জনৈক মনোনীত হতেন তাঁরা অন্তত শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক-সামাজিক মর্যাদায় বর্তমান নারী প্রতিনিধিদের চেয়ে উন্নত ছিলেন।"

ইউনিয়ন নারী প্রতিনিধিদের পরিষদের প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতি এবং ওয়ার্ড সভা গঠনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা করা হয়। এছাড়াও স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবার ব্যবস্থাও করা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, এ সকল কমিটির কাজের ক্ষেত্রে সদস্য হিসেবে পুরুষ সদস্যরা নিজেদের ইচ্ছা বা পছন্দকে নারী প্রতিনিধির উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মাঠ পর্যায়ে নারী প্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের Local Government Support Project এর বিভিন্ন খরচে নারী প্রতিনিধির স্বাক্ষরের বিধান থাকলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী প্রতিনিধির অনিচ্ছা সত্ত্বেও (Cheque) চেকে অগ্রিম স্বাক্ষর করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো পরিষদের সভা। ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ ও বিশেষ এ দু'ধরনের সভা হয়। পরিষদের চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করেন। তবে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত সদস্য তাঁদের থেকে একজনকে সভা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। মাঠকর্মের মাধ্যমে জানা যায়, ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা না থাকলে নারী প্রতিনিধিরা নিয়মিত সভায় উপস্থিত থেকেছেন এবং মতামত উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেছেন, দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিদ্যমান থাকা, চেয়ারম্যানের সাথে সুসম্পর্ক না থাকা ও মেম্বারদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা এক ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকেন। ফলে বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যান, মেম্বাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে নারী প্রতিনিধির নামমাত্র অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে, গবেষিত এলাকার নারীরা পারিবারিক পরিসরে অবস্থান করে। নারীর সামাজিকীকরণের উন্নত কোনো মাধ্যম গবেষিত এলাকায় নেই। গবেষিত এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোতে নারীদের তেমন কোনো অংশগ্রহণ নেই। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও তা কেবল অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সকল অনুষ্ঠান পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গবেষিত এলাকার নারীদের সামাজিকভাবে সংগঠিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত নেই। গবেষিত এলাকায় বসবাসকারী তেমন কোনো নারী ব্যক্তিত্বও নেই। সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোতে নারীরা নেই। নারীর নামে পরিচিত গবেষিত এলাকায় কোনো গোষ্ঠী নেই, নেই কোনো বাড়িও। সাইনবোর্ড সর্বস্ব দু'একটি বাড়ি বা ব্যবসার নাম নারী বা কন্যা শিশুর নামে হলেও তা পরিচালিত হয় পুরুষ কর্তৃক এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত পুরুষের নামে। গবেষিত এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ওয়াজ-মাহফিলের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও নারীরা সাধারণত মাহফিল অনুষ্ঠানের আশেপাশের বাড়ি-ঘরে অবস্থান করে। তবে ধর্মীয় জিকির-মাহফিলকে উপলক্ষ করে গবেষিত এলাকার নারীরা একসাথে মিলাদ-মাহফিল ও সুর করে গান করে। এটি বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে একটু স্বতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়েছে। নারী দ্বারা পরিচালিত কম সময়ের জন্য অনুষ্ঠিত এই মিলাদ-মাহফিল সাধারণত কোনো বাড়ির কোনো নারীর আমন্ত্রণে সংগঠিত হয়। মুসলমান এবং মধ্য বয়সি নারীদের এতে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেশি বলে

প্রতীয়মান হয়েছে। উপরন্তু গবেষিত এলাকার পুরুষ (চেয়ারম্যান, মেম্বার) প্রতিনিধিরা বলেন, নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক বংশ মর্যাদায় ততো উন্নত নন। ইউনিয়ন পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁরা অভিজ্ঞ নন। নারী প্রতিনিধি ও সাধারণ নারীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদে অনেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সুযোগ-সুবিধা থাকলেও বিভিন্ন অযোগ্যতার কারণে নারী প্রতিনিধিরা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেন না।

৫। উপসংহার

গবেষিত এলাকার নারী প্রতিনিধি, সাধারণ নারী ও পুরুষ প্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানা যায়, পারিবারিক ও শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন নারীরা নারী প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হননি কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে যোগ্যতার অভাবের কারণে তাঁরা অনেক কিছুই করতে পারছেন না। এমনকি অনেক নারী প্রতিনিধি আছেন যাঁরা পুরুষ প্রতিনিধির সহযোগিতা ছাড়া কোনো কাজই ঠিকমত করতে পারেন না। অধিকাংশ নারী প্রতিনিধির জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

৫.১। সুপারিশমালা

ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও মর্যাদাশীল পরিবারের শিক্ষিত নারীদের পরিষদের নারী প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিকতর জরুরি। সে কারণে নারী প্রতিনিধির ক্ষমতা, কার্যাবলি, মর্যাদা ও সম্মানী বৃদ্ধি করে অন্তত এমন করা যেতে পারে যাতে নারী প্রতিনিধির পদটির প্রতি শিক্ষিত, সচেতন ও মর্যাদাশীল পরিবারের সদস্যদের আগ্রহ বাড়ে।

১. ইউনিয়ন পরিষদে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের সকল (নারী-পুরুষ) প্রতিনিধির জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. ইউনিয়ন পরিষদে নতুন প্রযুক্তি আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদেরকে সচেতন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধিদের মতামত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া এবং নারী প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে সচেতন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৩. ইউনিয়ন পরিষদের অর্থনৈতিক খরচ ও বাজেটিং সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে নারী প্রতিনিধির মতামত গ্রহণ আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নারী প্রতিনিধির সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪. নারীর ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করতে নারী প্রতিনিধি ও নারীকে সচেতন করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নারী প্রতিনিধিকে অধিকতর সচেতন করা প্রয়োজন। জেন্ডারের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কেও নারী প্রতিনিধিকে সচেতন করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী প্রতিনিধি ও সাধারণ নারীকে উৎসাহিত করার জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. নারীর ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করতে নারী প্রতিনিধি ও নারীকে সচেতন করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নারী প্রতিনিধিকে অধিকতর সচেতন করা প্রয়োজন। জেন্ডারের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কেও নারী প্রতিনিধিকে সচেতন করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী প্রতিনিধি ও সাধারণ নারীকে উৎসাহিত করার জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

এনআইএলজি (২০১২): *ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ: একটি মূল্যায়ন*, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)।

কবীর, রোকেয়া ও অন্যান্য (সম্পাদিত), (২০০৭): *নারী ও প্রগতি*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস), ঢাকা, বর্ষ, ৩, সংখ্যা-৬, জুলাই-ডিসেম্বর, পৃ. ১।

খানম, সুলতানা মোস্তাফা *(২০০২)*: *"বালাদেশে নারী-উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন: মীথ এবং বাস্তবতা,"* হামিদা আখতার বেগম (সম্পাদিত), *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-৪, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, পৃ. ১।

নাজিম উদ্দিন, মো. (২০১২): *স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা*, মাতৃভাষা প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬, ৩৬, ৩৭।

পাল-মজুমদার, প্রতিমা (২০০৮): "জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ষষ্ঠবিংশতিতম খণ্ড, নভেম্বর, পৃ. ১৩৬।

বাংলাদেশ সরকার (): *বাংলাদেশ গেজেট*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭।

মান্নান, মো: আব্দুল (২০১১): *গ্রামীণ নারী*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পৃ. ৪৫।

মান্নান, মো: আব্দুল ও সামসুন্নাহার খানম মেরী (২০০৬): *নারী ও রাজনীতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পৃ. ৮৫, ১৬৫।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০১১): *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩৯, ৫৯।

হক, মুহম্মদ মনিরুল (২০১৭): "নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার বাজেট," *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, জুলাই ৯।

_____(২০১৫): *নারী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধির ভূমিকা: ভৈরব উপজেলার কেস স্টাডি*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, মে, পৃ. ৪।

_____(২০১৫): "যৌন হয়রানি রোধ এবং নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিক আইনের প্রচারে ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধির ভূমিকা," *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা ১৫।

হক, মোজাম্মেল ও কে. এম. মহিউদ্দিন (২০০০): *ইউনিয়ন পরিষদে নারী: পরিবর্তনশীল ধারা*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, পৃ. ৫৫।

হোসাইন, নাসিম আখতার (২০১৩): "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান," আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষা*, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা-১, পৃ. ৯।